

আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় সম্পত্তি দখল নয়, সংরক্ষণ করুন

মিথুশিলাক মুরমু।।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনকালে পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলোয় ভ্রমণে আসা পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের জন্য আরও বেশি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা জরুরি। সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে দেশের পর্যটনের সম্প্রসারণ এবং এ অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী লক্ষ্য করছি? স্থানীয় ধর্মান্ধ ও ক্ষমতাবানরা ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বসতিভিটা, জায়গা-জমি দখলের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে গড়ে তুলছে কলেজ, ক্লাব, স্মৃতি সংসদ, বাজার ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘আলো আঁধারে’ বলেছেন ‘সব মন্দিরেই দেবতার পূজা হয় না বটে তবুও তিনি দেবতা, তাকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার কিছু তাকে মাড়িয়ে যেতেও পার না।’ আমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এরূপ অবস্থাতে উদ্দিগ্ন, চিন্তিত এবং হতাশাগ্রস্ত। নিম্নে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

প্রথমত বগুড়া সদর উপজেলার লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়নের পীরগাছা হাটে অবস্থিত কালীমন্দিরের জায়গা অবৈধভাবে দখল করে আছেন স্থানীয় বিএনপি ও তার দোসরা। জোট সরকার ক্ষমতার হাল ধরলে এ জায়গাটিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গেড়ে তুলে। আদালতের রায় থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী ক্ষমতার দাপটে মন্দির কমিটি মন্দিরের জায়গা ফিরে পাচ্ছে না। বগুড়ার শতবর্ষী কালীমন্দিরটি দখলমুক্ত করার ব্যাপারে মন্দির কমিটি মামলা করতে আদালত ২০০৩ সালের ১৮ নভেম্বর জায়গাটি মন্দিরের উল্লেখ করে রায় দেন। কিন্তু মন্দির কমিটি জায়গাটির দখল নিতে গেলে স্থানীয় যুবদল নেতা মাফথুন আহম্মেদ তাতে বাধা দেন। মন্দিরের জায়গার ওপর বিএনপি ও তার দোসরা ছোট-বড় ২১টি দোকান তুলে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় কুমিল্লা শহরের ধর্মসাগর পাড়ে চার্চের সম্পত্তি পাকিস্তান আমলে ডিসি সাহেব রিক্যুইজিশন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে চার্চের আবেদনে ডিসি সাহেব ডি-রিক্যুইজিশন করে চার্চ সম্পত্তি স্থাপনাসহ চার্চের অগোচরে অবৈধভাবে কতিপয় ব্যক্তির হাতে হস্তান্তর করেন। তারা চার্চের সম্পত্তির ওপরে কুমিল্লা মহিলা কলেজ নামে সাইনবোর্ড টানিয়ে কলেজ চালু করেন। চার্চের কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের সঙ্গে দেন-দরবার করেও একটি সমাধান করতে পারেনি। অবশেষে চার্চ বিচার বিভাগের শরণাপন্ন হয়। বিচার বিভাগের নিম্ন আদালত কলেজ কর্তৃপক্ষকে চার্চের সম্পত্তি থেকে কলেজ অন্যত্র সরিয়ে নিতে এবং চার্চের সম্পত্তি চার্চের কাছে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেয় (১৭-৮-১৯৯৮)। নিম্ন আদালতের রায় উপেক্ষা করে কলেজ পরিচালিত হতে থাকে। চার্চ হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলে হাইকোর্টও একই রায় (১০-৪-২০০২) প্রদান করেন। কিন্তু জোট সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীর বদৌলতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনও চার্চের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়নি এবং কলেজও অন্যত্র সরিয়ে নেয়নি।

তৃতীয়ত রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বিহারের জমি দখল করে বিএনপির উপজেলা কার্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন রাখাইন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ। তারা উপজেলা বিএনপির সম্পাদকের কাছে গেলে তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘মন্দিরের গাছ কাটতেই হবে। সেখানে বিএনপির অফিস করা হবে।’ সাগরপাড়ের উপজেলা কলাপাড়ায় এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করছে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক। জানা যায়, বিগত ৭ সেপ্টেম্বর,

২০০৩ কলাপাড়া উপজেলা বিএনপির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হলে এ উপলক্ষে পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি চুন্না মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক স্নেহাংশু (কুড়ি) সরকার কলাপাড়ায় এলে তাদের দিয়ে কলাপাড়ার রাখাইন সম্প্রদায়ের সদর বৌদ্ধ বিহারের গা-লাগোয়া জমিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ওইদিনই উপজেলা কার্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বৌদ্ধ বিহারের পুরো এলাকাটাই কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। কলাপাড়া কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার কমিটির প্রধান উপদেষ্টা উসুয়ে হাওলাদার জানিয়েছেন, বেলা ১টার দিকে বিএনপির টিপু বিশ্বাস, বাচ্চু গাজী, জসিম মৃধাসহ আরও ৮/১০ জন লোক জোর করে বৌদ্ধ বিহার এলাকায় ঢুকে গাছপালা কাটতে শুরু করে। এ সময় তিনি তাদের বাধা দিতে গেলে তারা তার কথা কানে তোলেনি। তিনি দৌড়ে বিষয়টি জানানোর জন্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নূর বাহাদুরের কাছে যান। তিনি উসুয়ে হাওলাদারকে কোন সহায়তা তো করেননি বরং বলেন ‘মন্দিরের গাছ কাটতেই হবে। সেখানে বিএনপির অফিস করা হবে।’ সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা করা হয়েছে, লুটপাট চালানো হয়েছে, ভিক্ষুদের শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে। পরে মন্দির বা আশ্রমের জায়গা দখল করা হয়েছে (সংবাদ ২৮.০৪.০৬)। আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি, জোট সরকারের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় ঢাকার উত্তরা থানার নন্দপাড়ায় অবস্থিত সংখ্যালঘু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদ দখলের পূর্বে ঘোষণা দিয়েছিল মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন খতমে নবুওয়্যাত। ধর্মীয় সংখ্যালঘু আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণার জোর দাবি উত্থাপন করেছে জোট সরকারের একাংশ। এর আগে দেখেছি, আহমদিয়াদের মসজিদের সাইনবোর্ড উঠিয়ে ‘উপাসনালয়’ নামফলক টানিয়ে দেয়া হয়েছে।

খ্রিস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাসনার জায়গা জমি দখলের মহোৎসব চলছে। ধর্মীয় সম্পত্তি দখলকে কেন্দ্র করে হত্যা এমনকি উচ্ছেদও হতে হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের। আর এসব ধর্মহীন ও মানবতাবিরোধী কাজ চলে সরাসরি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। সামনে জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে আসছে, আমরা অত্যন্ত আতঙ্কিত, চিন্তিত এবং হতাশাগ্রস্ত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুকাল আগেই বলে গেছেন, ‘যে দেশ প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোন বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ ক্লয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনাশা বিভেদ।’ ধর্মের পরিচয়, ধর্মীয় সম্পত্তি জবরদখল কোন সভ্য দেশে হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এখনও অসম্প্রদায়িক এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। হাতেগোনা কিছু রাজনৈতিক লেবাস পরিহিতরা এরূপ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এদের প্রতিহত করতে জনসচেতন একান্ত প্রয়োজন। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, ‘ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার’।